ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
নবম বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১১/নভেম্বর ২০০৪

গণতন্ত্র, সুশাসন ও উন্নয়ন : একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ

এএসএম রেজাউল হাসান করিম বকসী*

Abstract: *Democracy, Good Governance and Development are all interrelated. Democratic environment is as essential to good governance as it plays the effective role in sustainable development. Bangladesh is a young developing country in the adventure of democracy. Limited resources supporting to ever increasing population along with corruption and social unrest lead its economic development in threat of a great challenge. In this context efficient resource management and good governance could lead the country in proper direction. In this paper attempt is made to present the theoretical structure of the inter-relationships of democracy, good governance and development. Democratic environment is no longer obstacle to high income and in reverse low income is no longer any obstacle to democracy and thereby to good governance is shown. Study of developed and developing countries has been done to present necessity of good governance and the link of democracy and development. Attempt is made to identify the obstacles of good governance in Bangladesh and finally policy recommendations are made in light of the findings. The present study thus attempts to present a guideline for the sustainable development of Bangladesh.*

ভূমিকা

"সুশাসন সম্ভবত দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে একক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান" - কফি আনান, জাতিসংঘ মহাসচিব

(Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development) ।

বর্তমান বিশ্বে সচেতন মানুষ ক্রমবর্ধমান হারে বিশ্বাস করছে যে উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্র ও সুশাসন একটি অন্যতম বিবেচ্য- আইন, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানিক আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য তো বটেই এমনকি শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে কিনা, মানব উন্নয়ন হচ্ছে কি না এ সবের জন্যেও তা সমান গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং মানব উন্নয়ন আজ আর সামাজিক আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থাকছে না, এটি হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক-প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জেও। একথা আজ অনস্বীকার্য যে আজকের দিনে উন্নয়নের অন্তরায়গুলোর অনেকগুলিই সুশাসনের অভাবে সৃষ্ট। বিশ্বের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর চিত্র বিশ্লেষণ করে এটা প্রতিভাত হয় যে দুর্বল ভঙ্গুর শাসনব্যবস্থা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের জন্য অনেকাংশে দায়ী। অদক্ষ ও দুর্বল

* *সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

রাষ্ট্রীয় সেবার মান, সর্বগ্রাসী দুর্নীতি সুশাসনের অভাবকে মনে করিয়ে দেয়। সুশাসনের অভাবেই আমরা দেখি তৃতীয় বিশ্বের স্কুলগুলোয় শিক্ষক ও শিক্ষার সংকট, বিচারালয়গুলি বিচারকহীন-বিচারহীন, ঘুষ-চাঁদাবাজীতে বিপর্যস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। অথচ মানব উন্নয়নের জন্য এগুলোরই প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কেননা প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ব্যর্থ বলে দরিদ্রদের জন্যই তা বেশি দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একথা ঠিক যে সুশাসন এক কথায় কোনও দেশে আসতে পারে না, আসে না। তাহলে সুশাসনের জন্য কি কি অবশ্যকীয় হতে পারে? উন্নয়ন কর্মীরা এ নিয়ে নিরলস গবেষণা করে যাচ্ছেন, যদিও উন্নয়ন ও সুশাসন কিভাবে একসূত্রে গ্রথিত হতে পারে তা আজও বিতর্কের বিষয়। আমরা সেই বিতর্কে না গিয়ে বলতে চাই যে একটি দেশের প্রাতিষ্ঠানিক রীতি-নীতি ও আইন-কানুন যথাযথভাবে প্রয়োগ করা গেলে, স্বচ্ছতা-জবাবদিহীতা-অংশীদারিত্ব এবং সর্বোপরি আইনের শাসন নিশ্চিত করা গেলে তা উন্নয়ন সহায়ক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধে গণতন্ত্র, সুশাসন ও উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্ক দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য সুশাসন ও উন্নয়নের সম্পর্কের বিশ্লেষণ এবং এ নিরীখে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় করণীয় সম্বন্ধে দিক নির্দেশনা দান। প্রবন্ধের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- গণতন্ত্র, সুশাসন এবং উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ;
- বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের উপস্থিতি যাচাই;
- বাংলাদেশে গণতন্ত্র, সুশাসন ও উন্নয়নের পথে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিতকরণ; এবং
- বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য গণতান্ত্রিক বিকাশ, সুশাসন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কৌশল উপস্থাপন।

গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান, তথ্য ও উপাত্ত World Bank, World Development Indicators, World Development Reports, Human Development Report, Bangladesh Economic Review -প্রভৃতি মাধ্যমিক উৎস হতে গ্রহণ করা হয়েছে। পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে গবেষণাটি একদিকে তথ্যবহুল হয়েছে, অন্যদিকে প্রয়োজনীয় নির্ভরযোগ্যতা ও মৌলিকতা অর্জন করেছে।

গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন- গবেষণা পর্যালোচনা

বর্তমান বিশ্ব-মানচিত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে ধনী ও উন্নত দেশগুলি সাধারণত গণতন্ত্র ও সুশাসনে অন্যদের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে। এটি কি এ-রকম বার্তা বহন করে যে, গণতন্ত্র ও সুশাসন উন্নয়নের পূর্বশর্ত? অনেক অর্থনীতিবিদ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এ রকমটি মনে করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ Clague (১৯৯৬) এবং অন্যান্যরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে "গণতন্ত্র হচ্ছে সম্পদের সর্বোত্তম রক্ষাকবচ এবং সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতি ও নিশ্চিতকরণ, বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির জন্য জরুরী

(Democracies are better guarantors of property than non-democracies and that enforcing property rights and contacts is essential for investment and growth). Haggard (১৯৯৭) এর মতে "অর্থনৈতিক সংস্কার ও সমন্বয়ের জন্য গণতন্ত্র উৎকৃষ্ট কেননা গণতান্ত্রিক বিধির মধ্যেই সংস্কারে ক্ষতিগ্রস্তরা লাভবান হওয়ার পথ খুঁজে পায়।" অবশ্য গণতন্ত্র ও উন্নয়ন যে একই সূত্রে গাঁথা- সে বিষয়ে অনেকে দ্বিমতও পোষণ করে থাকেন। Borner, Brunetti Ges Weder (১৯৯৫) গবেষণা করে বলেছেন যে তাঁদের ১৬টি গবেষণা পর্যবেক্ষণের মধ্যে ৩টি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় গণতন্ত্র উন্নয়নের জন্য সহায়ক, ৩টি পর্যবেক্ষণ ফলাফল দেয় গণতন্ত্র উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং ১০টি গবেষণা কোনও সিদ্ধান্ত দেয় না। অন্যদিকে Barro (১৯৯৬) দেখিয়েছেন যে গণতন্ত্র ও উন্নয়ন একমাত্রিক সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়। তাঁর মতে "সীমিত গণতন্ত্রের ভেতরে গণতন্ত্র হচ্ছে উন্নয়ন সহায়ক অন্যদিকে গণতন্ত্রের উচ্চতর শিখরে অধিক গণতন্ত্র উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকারক।" একই ধরনের বিরোধপূর্ণ ফলাফল অন্যান্য গবেষণাতেও দেখা যায়। Tavares এবং Waczaring (২০০১) এর প্রাপ্ত গবেষণায় দেখা যায় "গণতন্ত্র মানব সম্পদ উন্নয়নে এবং আয় বৈষম্য হ্রাসে সহায়ক- কিন্তু একই সঙ্গে ইহা বস্তুগত মূলধন সমাবেশে হ্রাস এবং সরকারি ব্যয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। একই সঙ্গে গণতন্ত্র মহিলাদের যে কোনও আয়ভেদে সন্তান জন্মদানের হার কমিয়ে আনে এবং সম্ভবতঃ তা নারী উন্নয়নের ফলশ্রুতি।" Przewrski (২০০০) এবং অন্যান্যদের মতে "গণতন্ত্র যদি সামগ্রীক জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কোনও ভূমিকা নাও রাখে অন্ততঃ এভাবে তা মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।" তাঁরা আরও বলেন "স্বৈরতন্ত্র ভাল এবং খারাপের পরস্পর বিরোধী চূড়ান্ত রূপ নিতে পারে- যেখানে গণতন্ত্র এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করে থাকে। যদিও বা দ্রুত সমৃদ্ধ দেশগুলি সাধারণভাবে স্বৈরতান্ত্রিক ধাঁচের হয়ে থাকে- তথাপি কোনও গণতান্ত্রিক দেশকেই নিকৃষ্ট স্বৈরতন্ত্রের মত খারাপ করতে দেখা যায় না।" একই রকম সিদ্ধান্ত দারিদ্র্য বিমোচনের বেলাতেও করা যায় (Varshney, 2002)। অতএব, দেখা যায় যে, গণতন্ত্র যথার্থই খারাপ ফলাফল প্রতিরোধক- যদিও সর্বোত্তম ফলাফলের নিশ্চয়তা সে দিতে পারছে না।

গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের এ সম্পর্ক আরও অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। এটা কি সত্যি যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন গণতন্ত্রের ভিতকে শক্তিশালী করে? উন্নয়নের আধুনিক ধারণা একথা বিশ্বাস করে যে, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকরণ হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য দিক, অর্থাৎ ধনী দেশগুলো প্রকারান্তরে, গণতন্ত্রের শক্তিশালী ভিত্তি রচনা করে থাকে। কিন্তু Perzeworski এবং অন্যান্যদের (২০০০) মতে "গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল তা প্রকাশ করে না। ধনী বা গরীব দেশের তুলনায় বরং মধ্যবর্তী দেশগুলিই শক্তিশালী গণতন্ত্রের চর্চা করে থাকে"। ল্যাটিন আমেরিকায় ৭টি দেশ অধ্যয়ন করে Landman (১৯৯৯) বলেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন গণতন্ত্রের পরিবর্তনশীলতার জন্য খুব বেশি দায়ী নয় এবং স্বৈরতন্ত্রের অবসানের পেছনেও তার সামান্য ভূমিকা দেখা যায়।"

Landregran এবং Poole (১৯৯৬), Barro (১৯৯৭) বলেন যে, "যদিও ধনী দেশগুলো সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক ধাঁচের বলে প্রতীয়মান- এমনকি প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশই কিন্তু- সংখ্যাগরিষ্ঠ ধনী বা উন্নত নয়। এক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদান

বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়"। তাঁদের মতে, "গণতন্ত্রের স্থায়িত্বের জন্য ধনী দেশ আদর্শ কিন্তু তার বিকাশের জন্য নয়।" Perzeworski এবং অন্যান্যরা (২০০০) দেখিয়েছেন যে "১৯৫১ থেকে ১৯৯০ সময় -এর মধ্যে ৩১টি দেশের গণতান্ত্রিক শাসন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যাদের মাথাপিছু আয় $ ৬০৫৫ (PPP, ১৯৮৫), অন্যদিকে ৩৮টি দেশের ক্ষেত্রে তা একেবারে বিলীন হয়েছে।" Londregan এবং Poole (১৯৯৬) বলেন যে "স্বৈরতান্ত্রিক শাসনাবসানের জন্য অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা যেভাবে ভূমিকা রাখে গণতন্ত্রের নস্যাতের জন্য তা পরিস্কার নয় এমনকি গণতন্ত্র এই অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য দায়ী কিনা তাও স্পষ্ট নয়।" এতদসত্বেও গবেষকরা কমবেশি একমত যে গণতন্ত্র সুশাসন নিশ্চিত করতে সাহায্য করে থাকে এবং তা দীর্ঘকালে আয় বৈষম্য হ্রাস ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

মানব উন্নয়ন প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র কি এবং কেন?

Human Development Report (UNDP 1990) এর বিবেচনায় "People are the real wealth of a nation" অর্থাৎ মানুষই হল একটি জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জন সাধারণ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির সুফল ভোগকারীই নয়- তা অর্জনের উপাদানও বটে। এজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে নীতি নির্ধারকরা প্রশ্নাতীতভাবে জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে থাকেন। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য এবং টেকসই উন্নয়নের (sustainable development) জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পাশাপাশি গণতন্ত্র ও সুশাসনকে মানব উন্নয়নের তৃতীয় ভিত্তি হিসাবে আমাদের ভাবতে হবে। কেননা, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ মানব উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য- বিশেষতঃ পরিবেশ সংরক্ষণে, লিঙ্গ ভারসাম্য আনয়নে এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় তা কার্যকর বিবেচিত হয়ে থাকে। যেখানে শিক্ষা মানুষের আর্থ-সামাজিক নীতি নির্ধারণে সজাগ করে থাকে সেখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অধিকার আদায়ে অধিকতর ক্ষমতা নিয়ে আসে। এভাবে গণতন্ত্র ও উন্নয়ন মানব উন্নয়নে সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।

একথা অনস্বীকার্য যে, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি স্বাভাবিকভাবেই এবং অত্যন্ত- যুক্তিসঙ্গতভাবে মানব-উন্নয়নের দর্শন মেনে চলে। গ্রীক শব্দ "democracy" আভিধানিকভাবে যে অর্থ বহন করে তা হলো "জনসাধারণের শাসন" (rule by the people)। অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবেই তা মানব-উন্নয়ন ধারণাকে সমর্থন করে- কেননা এটা এ ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করে যে "জনসাধারণই প্রথম এবং সরকার আবশ্যিকভাবেই জনসাধারণের প্রয়োজনাদি মেটাবে এবং এর উল্টোটি নয় (People come first : governance must conform to the needs of people, not vice-versa-UNDP 2002)।" গণতান্ত্রিক সরকার এ কারণেই জনসাধারণের বিচিত্র ও পরস্পরমুখী নানা সমস্যা সমাধানে থাকে সদা তৎপর।

মানব-উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে এজন্য নির্বাচনভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোকে সুশাসনের জন্য প্রকৃষ্ট মনে করা হয়। কারণ নির্বাচন হচ্ছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোনও সরকার তার জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিফলন

ঘটাতে না পারলে আবশ্যিকভাবেই তা গণ-অনাস্থার মুখে বিদায় নেবে। উপরন্তু 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতি প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে হলেও সমানাধিকার এনে দেয়। যদিও একথা সত্য যে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ও কার্যকারিতার জন্য আইনের শাসন, স্বাধীন ও কার্যকর আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা প্রয়োজন। গণতন্ত্র সুসংহত করতে চাই কার্যকর রাজনৈতিক শিষ্টাচার, সুশৃংখল ও পেশাদার নিরাপত্তা বাহিনী, অবাধ গণমাধ্যম এবং সচেতন সুশীল সমাজ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিভিন্ন হওয়ায় গণতান্ত্রিক কাঠামোও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে সর্বোপরি যা সত্যি তা হলো গণতান্ত্রিক পরিবেশেই সবচেয়ে গভীরভাবে মানব-উন্নয়ন অর্জিত হতে পারে। কারণ গণতন্ত্রেই শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত থাকে- যাদের জন্য সেই শাসন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে জনহিতকর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনও মানব উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কেননা মানব- উন্নয়ন জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চায় এবং কোন আরোপিত বিধি ব্যবস্থা মানব-উন্নয়নের ব্যবস্থাপত্র হতে পারে না।

জাতিসংঘের Millennium Declaration on Democracy (২০০০) এর মতে গণতন্ত্র হচ্ছে সর্বজনীন আদর্শ যা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক- সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার ঊর্ধ্বে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আদর্শগতভাবে ইহা ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও মর্যাদা অর্জনে সহায়তা করে, সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখে। এটা এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে জনসাধারণ একটি কার্যকর, আন্তরিক, সৎ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার গঠনে অবাধ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ উল্লেখ করে যে, দুটি মৌলিক নীতির উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত: অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অধিকার আছে সরকারি কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করার। একইভাবে প্রত্যেকেরই সরকারি কার্যক্রম সম্বন্ধে জানার অধিকার আছে, আছে অন্যায় প্রশাসনিক ও আইগত ব্যবস্থার প্রতিবিধান চাওয়ার।

উন্নয়ন ও গণতন্ত্র : সংঘাত না সহাবস্থান

উন্নয়নশীল অনেক দেশেই গণতন্ত্র ও উন্নয়নের সংঘাত ও সহাবস্থান নিয়ে অনেক সময়ই বিবিধ তিক্ত বিতর্কের কথা শোনা যায়। বিশেষত যখনই সামরিক শাসন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জেঁকে বসে তখন বেশ জোরেশোরেই উচ্চারিত হতে থাকে যে, নির্বাচিত সরকার ছিল অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথে মারাত্মক অন্তরায়স্বরূপ। এরা এবং এদের বাইরে যে কোন একনায়ক সরকারের মুখেই একথা শুনতে পাওয়া যায় যে, তাদের সরকারের বিশেষ সুবিধা এই যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কেবল তারাই দিতে পারেন কেননা জনসাধারণের প্রয়োজনে যে কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে কেবল তারাই সক্ষম। তারা আরও যুক্তি দেন যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কেবল বিশৃংখলাই সৃষ্টি করে এবং অব্যবস্থাপনার জন্ম দেয়। সুতরাং দেশকে অবশ্যই এই গণতন্ত্র ও উন্নয়নের মধ্যকার যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে- বেছে নিতে হবে যে তারা কি চায়- রাজনৈতিক অধিকার না অর্থনৈতিক মুক্তি।

কিন্তু তথ্য-পরিসংখ্যান গণতান্ত্রিক দুর্বলতার এ চিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে না। ২০০২ সালের UNDP- এর Human Development Report থেকে বরং দেখা যায় যে $২০,০০০ মাথাপিছু জাতীয় আয় (২০০০, ppp) বা তার বেশি আয়ের দেশগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র দুটি দেশই গণতান্ত্রিক নয়। অন্যদিকে মানব-সম্পদ উন্নয়নে শীর্ষ ৪০টি দেশের ৩৮টিই গণতান্ত্রিক। যদিও এসব তথ্য উপাত্ত একথা নির্দেশ করে না যে, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন ধনাত্মকভাবে সম্পর্কিত; তথাপি এটা দেখানো যায় যে অন্তত-পক্ষে গণতন্ত্র উচ্চতর আয়ের পথে প্রতিবন্ধক নয় (সারণি-১)। একইভাবে দেখানো যায় যে নিম্ন-আয়ও গণতন্ত্রের জন্য কোনও সমস্যা নয় (সারণি-২)

সারণি-১ : উচ্চ আয়ের পথে গণতন্ত্র কোন প্রতিবন্ধক নয়

দেশ	গণতন্ত্র স্কোর	আয় (মাথাপিছু, ২০০০ ppp)
কঙ্গো	(-) ১.৫	১০০০
সিরিয়া	(-) ১.৩	৪০০০
মরক্কো	(-) ০.২	৪৫০০
জর্দান	০.২	৪০০০
ভারত	০.৭	২৫০০
ব্রাজিল	০.৬	৮০০০
কোষ্টারিকা	১.৪	৯০০০
দঃ কোরিয়া	১.০	১৮০০০
যুক্তরাজ্য	১.৪	২২০০০

সূত্র : বিশ্ব ব্যাংক- World Development Indicators, 2002

সারণি-২ : নিম্ন-আয় গণতন্ত্রের পথে অন্তরায় নয়

দেশ	গণতন্ত্র স্কোর	আয় (মাথাপিছু, ২০০০ ppp)
কঙ্গো	(-) ১.৫	১,০০০ (প্রায়)
টোগো	(-) ১.০	২০০০
হাইতি	(-) ০.৮	১০০০
মোজাম্বিক	০.১	১০০০
মালি	০.৪	১২০০
সেনেগাল	০.৫	১৫০০
ভারত	০.৭	২৫০০
জর্দান	০.২	৪০০০
মালয়েশিয়া	(-) ০.১	৯০০০
বাহরাইন	(-) ১.১	১৫০০০

সূত্র : বিশ্ব ব্যাংক- World Development Indicators, 2002

এখানে বিশ্ব ব্যাংক (২০০২) গণতন্ত্র স্কোর তৈরিতে কেবল মাত্র বাক-স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতাকে পরিমাপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। দুটি পরিমাপকের জন্য সর্বোচ্চ মান ১ এবং সর্বনিম্ন মান (+১) ধরা হয়েছে- গণতন্ত্র স্কোর এ জন্য যোগাত্মক হওয়ায় (additive) তা সর্বনিম্ন (-) ২ থেকে ২ পর্যন্ত বিস্তৃত ধরা হয়েছে। পরিমাপকের স্কোর ১ অর্থ সর্বোচ্চ উপস্থিতি, '০' অর্থ অনুপস্থিতি (worst form/ deadly form of presence) দেখানো হয়েছে।

গণতন্ত্র, সুশাসন এবং আর্থ-সামাজিক সমতা বিধান :

গণতন্ত্র এবং সুশাসন রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আর্থ-সামাজিক সাম্য অর্জনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানাদি উন্নয়ন বিশেষত মানব উন্নয়ন সহায়ক। ক্ষমতার জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নির্বাচন, রাজনীতিবিদ এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ রাখে। একই সঙ্গে তা আর্থ-সামাজিক শৃংখলা আনয়নে সহায়তা করতে পারে। মূলতঃ তিনটি উপায়ে গণতন্ত্রের এই ভূমিকা আর্থ-সামাজিক সাম্য অর্জনে ভূমিকা রাখে:

প্রথমত : গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্রের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা রাখে বিশেষত শৃংখলা বিধান ও বিরোধ অবসানে। সকলের মতের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার সুশাসন নিশ্চিত করতে চায় এবং তা বিরোধ নিস্পত্তির আদর্শ উপায়। যদিও মনে করা হয় যে, গণতন্ত্র ক্ষমতা হস্তান্তর ও রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দিয়ে থাকে যা উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধকস্বরূপ। তথাপি গবেষণায় দেখা যায় যে বরং স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোতেই অস্থিরতা এবং ক্ষমতার পালাবদল বেশি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। Perzeworski এবং অন্যান্য (২০০০) দেখিয়েছেন যে ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ সময়ে গণতন্ত্র তুলনামূলকভাবে দ্বিগুন বেশি দাঙ্গা ও বিক্ষোভ এবং তিনগুন বেশি শ্রমিক ধর্মঘটের শিকার হলেও তা অর্থনীতিকে ততটা ক্ষতিগ্রস্ত করেনি বা সরকারের

সারণি-৩ : অধিকতর সময় অধিকর স্থিতিশীলতা

সরকারের পরিবর্তন	০-১০০০	১০০০-২০০০	২০০০-৩০০০	৩০০০-৪০০০	৪০০০-৫০০০	৫০০০-৬০০০	৬০০০-৭০০০	৭০০০-৮০০০	৮০০০-৯০০০+
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে একনায়ক ব্যবস্থায় পরিবর্তন	১/১১	১/২৫	১/৩৪	১/৪৪	১/৮০	১/১৪৭	১/১৫৯	০.০	০.০
একনায়ক ব্যবস্থা থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণ	১/৬১	১/৩৭	১/২৮	১/৪৮	১/২৪	১/১৮	১/১৮	১/৪০	১/১৩০

সূত্র : Alvarez এবং অন্যান্য 2002.

স্থিতিশীলতা নষ্ট করেনি; যতটা একনায়ক সরকার ব্যবস্থায় করেছে। এর কারণ গণতান্ত্রিক কাঠামোয় বিরোধ নিস্পত্তির যে সুযোগ সরকার ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

পেয়ে থাকে একনায়ক সরকার তা পায় না। একই সঙ্গে আমরা এ সম্পর্কে বিপরীত দিকে দেখতে পাই যে, গণতন্ত্র ও সুশাসন যেমন আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা বিধান করে তেমনি উচ্চ-আয়ও গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে থাকে। (সারণি-৩)।

দ্বিতীয়ত : গণতন্ত্র সাধারণভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা ও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি উত্তরণে তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করে। অমর্ত্য সেন (১৯৭৭) যেমনটি দেখিয়েছেন যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারকে অনুপ্রাণিত করে তার জনভিত্তির প্রয়োজনেই। সরকারের সমালোচনা, ক্ষমতা নড়বড়ে হওয়ার শঙ্কা এবং বিরোধী দলের সক্রিয় উপস্থিতি এক্ষেত্রে সরকারকে সঠিক পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে থাকে। গণতান্ত্রিক পরিবেশের মুক্ত সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম যে কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুঃখ-দুর্দশা সরকারের গোচরীভূত করতে পারে।

তৃতীয়ত : গণতন্ত্র স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত অতি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়গুলিতে অধিকতর ভাল ফল বয়ে আনতে পারে। উদাহরণস্বরূপ মাতৃদুগ্ধ পানের উপযোগিতা, প্রজনন হার, এইচ,আই,ভি/এইডস, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা সুফল বয়ে আনে। অমর্ত্য সেনের কথায় গণতান্ত্রিক সরকার এ বিষয়গুলিতে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে থাকে।

গণতান্ত্রিক পরিবেশ, তাই বলা যায় যে, অন্ততঃ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে এবং মানব উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে। যদিও এদের যোগসূত্র কোনও স্বয়ম্ভু প্রক্রিয়া নয়- তবু সাধারণভাবে তাদের সম্পর্ককে এভাবে দেখানো যেতে পারে (সারণি-৪)।

সারণি -৪ : গণতন্ত্র ও মানব উন্নয়ন সম্পর্কের ধরন

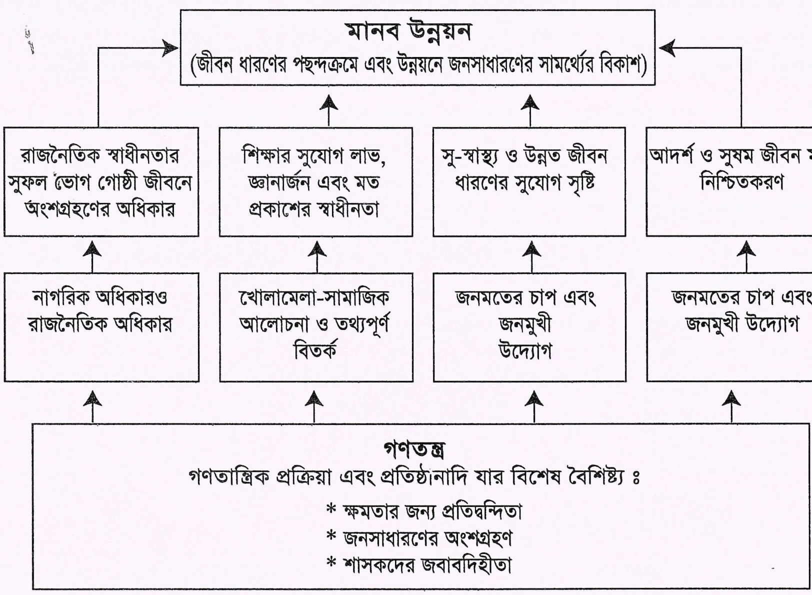

কিন্তু উন্নয়ন ও সুশাসনের এ সম্পর্ক স্বতঃস্ফূর্ত নয়। সুশাসনের উপস্থিতিগত মাত্রা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে উন্নয়নের অর্জন বিষয়টি। সামাজিক খাতে ব্যায়ের বণ্টন,

সরকারি ব্যায়ের ধরন এক্ষেত্রে মানব উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকে। অধিকতর সামাজিক ব্যয় যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যয় এবং সরকারি ব্যয়ের গণমুখীতা উন্নয়ন সহায়ক। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকার স্বভাবতই জনগণের নিকট জবাবদিহি, সরকারের স্বচ্ছতা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কারণে অধিকতর যত্নবান হয়ে থাকে। ফলে লক্ষণীয় হয়ে উঠে যে অধিকতর গণতান্ত্রিক পরিবেশ সামাজিক খাতের উন্নয়নে এবং সরকারি ব্যয় বরাদ্দে অধিকতর দায়িত্বশীল আচরণ করে থাকে। সারণি-৫ এবং সারণি ৬ - এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

সারণি-৫ : সরকারি ব্যয় বরাদ্দ : গ্রহণযোগ্য জীবনমানের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর অধিকার (% GDP)

দেশ	শিক্ষায় সরকারি ব্যয়		স্বাস্থ্যে সরকারি ব্যয়		সামরিক ব্যয়		ঋণ ও দায় পরিশোধ	
	১৯৮৫-৮৭	১৯৯৫-৯৭	১৯৯০	১৯৯৮	১৯৯০	২০০০	১৯৯০	২০০০
নেদারল্যান্ড	৬.৯	৫.১	৫.৭	৬.০	২.৫	১.৬	-	-
ফিনল্যান্ড	৫.৫	৭.৫	৬.৪	৫.২	১.৬	১.৩	-	-
সুইজারল্যান্ড	৪.৭	৫.৪	৫.৭	৭.৬	১.৮	১.১	-	-
ডেনমার্ক	৭.২	৮.১	৭.০	৬.৯	২.০	১.৫	-	-
মালয়েশিয়া	৬.৯	৪.৯	১.৫	১.৪	২.৬	১.৯	৯.৮	৬.৭
থাইল্যান্ড	৩.৪	৪.৮	০.৯	১.৯	২.২	১.৬	৬.২	১১.৫
ভারত	৩.২	৩.২	০.৯	১.২	২.৭	২.৪	২.৬	২.২
পাকিস্তান	৩.১	২.৭	১.১	০.৭	৫.৮	৪.৫	৪.৮	৪.৬
নাইজেরিয়া	১.৭	০.৭	১.০	০.৮	০.৭	০.৯	১১.৭	২.৫
বাংলাদেশ	১.৪	২.২	০.৭	১.৭	১.০	১.৩	২.৫	১.৭

সূত্র : Human Development Report 2002, UNDP,

সারণি - ৬ : আয় ও ভোগ বৈষম্য : গ্রহণযোগ্য জীবনমানের জন্য সম্পদের ন্যায্য বণ্টন।

দেশ	বছর	ভোগ ও আয় বণ্টন (%)				বৈষম্যের ধরন	
		দরিদ্রতম ১০%	দরিদ্রতম ২০%	ধনী ২০%	ধনী ১০%	দরিদ্র ১০% এর তুলনায় ধনী ১০%	দরিদ্র ২০% এর তুলনায় ধনী ২০%
নেদারল্যান্ড	১৯৯৪	২.৮	৭.২	৪০.১	২৫.১	৯.০	৫.৫
ফিনল্যান্ড	১৯৯১	৪.২	১০.০	৩৫.৮	২১.৬	৫.১	৩.৬
সুইজারল্যান্ড	১৯৯২	২.৬	৬.৮	৪০.৩	২৫.২	৯.৯	৫.৮
ডেনমার্ক	১৯৯২	৩.৬	৯.৬	৩৪.৫	২০.৫	৫.৭	৩.৬
মালয়েশিয়া	১৯৯৭	১.৭	৪.৪	৫৪.৩	৩৮.৪	২২.১	১২.৪
থাইল্যান্ড	১৯৯৮	২.৮	৬.৪	৪৮.৪	৩২.৪	১১.৬	৭.৬
শ্রীলংকা	১৯৯৫	৩.৫	৮.০	৪২.৮	২৮.০	৭.৯	৫.৩
ভারত	১৯৯৭	৩.৫	৮.১	৪৬.১	৩৩.৫	৯.৫	৫.৭
পাকিস্তান	১৯৯৭	৪.১	৯.৪	৪১.১	২৭.৭	৬.৭	৪.৩
নাইজেরিয়া	১৯৯৭	১.৬	৪.৪	৫৫.৭	৪০.৮	২৪.৯	১২.৮
বাংলাদেশ	২০০০	১.৮	৫.০	৫৫.০	৪০.৭	২২.৫	১১.০

সূত্র : Human Development Report 2002, UNDP, Ges Bangladesh Economic Review 2003.

সারণি-৫ থেকে দেখা যায় যে ইউরোপের উদার-স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে যেখানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় জাতীয় আয়ের ৫-৭ শতাংশ সেখানে দক্ষিণ এশিয়ার ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে সামরিক, আধা-সামরিক/ একনায়কতান্ত্রিক দেশগুলিতে (উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তান, বাংলাদেশ) এবং নাইজেরিয়ায় তা ১-৩ শতাংশ সরকারি ব্যয় নির্দেশ করছে। উল্টোদিকে অনুৎপাদনশীল খাত হিসাবে বিবেচিত সামরিক ব্যয় এবং ঋণ ও দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে এ দেশগুলির ব্যয় গড়পরতা ২-৭ শতাংশ। ইউরোপের স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে, অন্যদিকে, ঋণ পরিশোধের জন্য কোন প্রকার ব্যয় তো করতেই হচ্ছে না- সামরিক ব্যয়ও ১-২ শতাংশের মধ্যে অবস্থান করছে। গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা, জনসাধারণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করলে খুব বেশি অত্যুক্তি করা হয় কি?

সারণি-৬ থেকে দেখা যায় যে তুলনামূলক ভঙ্গুর ও অস্থিতিশীল গণতন্ত্রের দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে এবং নাইজেরিয়ায় ধনী ১০ শতাংশ মানুষ যেখানে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ আয় ভোগ করে সেখানে ইউরোপের স্থিতিশীল উদার গণতন্ত্রের দেশগুলিতে তা ২৫ থেকে ২০ শতাংশে অবস্থান করছে। অন্যদিকে, দরিদ্র ১০ শতাংশ মানুষের তুলনায় ধনী ১০ শতাংশ মানুষের আয় যেখানে বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ায় ২২ থেকে ২৫ শতাংশ সেখানে ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে ৫-৯ শতাংশের মধ্যে তা অবস্থান করছে। সুশাসন, জবাবদিহিতা অবাধ তথ্যপ্রবাহ এবং শক্তিশালী গণমাধ্যমের উপস্থিতি হয়ত এক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণ হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং সুশাসন

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের দাবী ও প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন দিক থেকে উচ্চারিত হয়েছে সব সময়ই। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, সুশাসনের পথে অগ্রগতি হয়েছে সামান্যই। যে কারণে Transparency International এর রিপোর্ট অনুসারে দেশটির দুর্নীতির শীর্ষস্থান লাভ এবং তার জন্য সুশাসনের অভাবকেই মুলতঃ দায়ী করা হয়েছে। একই সঙ্গে দেশটিকে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। বাক-স্বাধীনতার এহেন দুরবস্থা দেশটির প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাকে তুলে ধরে প্রকটভাবে। UNDP এবং World Bank -এর মতে, শুধুমাত্র দুর্নীতির বর্তমান অবস্থাকে যদি ৫০ শতাংশে কমিয়ে আনা যায় (যার জন্য সুশাসন হার বর্তমান অবস্থা থেকে আনুপাতিক আকারের বৃদ্ধি প্রয়োজন) তবে আগামী বছরগুলোতে দেশটির জাতীয় আয় অতিরিক্ত ২ থেকে ২.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং আগামী ১৫ বছরে তা দেশটির দারিদ্র্য হার অর্ধেকে নামিয়ে আনতে পারে (UNDP-2003, World Development Report 2003)। সুতরাং সুশাসন কেবল বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র সুসংহত করতেই প্রয়োজনীয় নয় বরং টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনেও তা অপরিহার্য। এ পর্যায়ে বাংলাদেশে সুশাসনের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তার দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে আলোচনা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে সুশাসনের অন্তরায়সমূহ

১) দুর্নীতি : বাংলাদেশে সুশাসনের পথে প্রধান অন্তরায় হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। TI এর রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে পরপর ৩ বছর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে। World Investment Report 2004 অনুসারে বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। এখানে একটি ব্যবসার আরম্ভ-খরচ গড়ে ৩২ ডলার যা ভারতে ৬ ডলার মাত্র এবং ডেনমার্কে শূন্য। দুর্নীতি দেশটির ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান বাড়াচ্ছে এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটাচ্ছে।

২) আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা : আমলাতন্ত্র যে-কোনও দেশের ও সমাজের প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ এবং একটি দক্ষ জবাবদিহিমূলক আমলা গোষ্ঠী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। কিন্তু বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র পেশাদারীত্ব অর্জনের পথে এখনও অনেক পিছিয়ে। রাজনৈতিক আনুগত্য, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি আমলাতন্ত্রের সঠিক ভূমিকা পালনে অন্তরায় হয়ে আছে। সিভিল প্রশাসন- বিচার বিভাগ-সামরিক বিভাগ- রাজনৈতিক প্রশাসন প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ফলে প্রশাসনিক কাজে দীর্ঘসূত্রিতা, অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনার জন্ম হয় প্রতিনিয়তই। World Investment Report 2004 অনুসারে বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য শুরু করতে মোটামুটি ২৮টি জায়গায় অনুমতি নিতে হয়। প্রশাসনের এ ধীরগতি ও দীর্ঘসূত্রিতা সুশাসন ও উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক।

৩) আইনের শাসনের অভাব : বাংলাদেশে আইনের শাসনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এখনও অর্জিত হয়নি। ফলে বিচারব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারছে না। এ অবস্থায় সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ স্বাভাবিকভাবে বিচার বঞ্চিত থাকছে।। বিচার বা আইন কেবল প্রভাবশালীদের জন্য ন্যায়বিচার নিয়ে আসছে।

৪) স্বজনপ্রীতি : বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ও সুশাসনের পথে স্বজনপ্রীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও এ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ফলে অনেক সময় সম্পদের বণ্টন, সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার থেকে যোগ্যতমরা বঞ্চিত হচ্ছে। সম্পদের এ অসম বণ্টন প্রকারান্তরে দেশের অর্থনৈতিক ও মানবিক উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

৫) রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব : সুশাসনের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকা অপরিহার্য। রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদিচ্ছা ছাড়া সুশাসন আসে না। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি ও সুশাসনের পথে রাজনৈতিক নেতৃত্বের আস্থাহীনতা, অঙ্গীকারের অভাব এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিরোধীতা দেশটির সুশাসনের পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। বিচার বিভাগের উপর রাজনৈতিক নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ, আমলাতন্ত্রের কার্যাবলী ও গতিশীলতার পথে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য বরাবরই সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

৬) সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার : বাংলাদেশে সুশাসনের পথে অন্যতম অন্তরায় সম্পদের অপ্রতুলতা এবং অদক্ষ ব্যবহার। অগ্রধিকার খাত চিহ্নিত করতে ব্যর্থতা এবং গণমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণে সীমাবদ্ধতা দেশে ক্রমাগত ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যকে তীব্র করছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ও গ্রামীণ সম্পদ সমাবেশে অমনোযোগিতা পল্লী ও শহুরে জীবনের ব্যবধান ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। গ্রামীণ ব্যবসা- বাণিজ্যের প্রসার, গ্রামীণ কৃষি-শিল্পের অগ্রসরতার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তরকালে তা নিতান্তই অপ্রতুল। শহরমুখী মানুষের ঢল অন্যদিকে শহুরে দারিদ্র্যকে বাড়িয়েছে নিঃসন্দেহে। ফলে দেখা দিয়েছে সামাজিক অস্থিরতা, বিশৃংখলা, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি যা সুশাসনের জন্য এক মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

৭) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব : বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে এবং সুশাসন সৃষ্টিতে সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন । অথচ দেশে এ বিষয়গুলিতে অর্জন সামান্যই। স্বাধীনতার তিন দশক পার হলেও এখনও স্বাধীন দুর্নীতিরোধী কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, ন্যায়পাল গঠিত হয়নি। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশে গণতন্ত্র বিরাজ করলেও গণমানুষের অধিকার অর্জিত হয়নি। পার্লমেন্টের কার্যকারীতা বরাবরই ন্যূনতম পর্যায়ে রয়ে গেছে। সংসদীয় কমিটিগুলোতে সরকারি দলের আনুপাতিক হারে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। এমনকি সাংসদদের স্বাধীন ভোটাধিকারও আইন করে রহিত করা হয়েছে। ফলে সংসদীয় কার্যাবলী হয়েছে সরকার কেন্দ্রিক, সরকার হয়েছে ব্যক্তি কেন্দ্রিক অন্যদিকে সংসদ ও সাংসদরা পরিণত হয়েছেন সংসদ নেতার আজ্ঞাবহ। খোদ সংসদ সদস্যদের এরূপ বাক-স্বাধীনতার অভাব নাগরিকদের স্বাধীনতা ও সুশাসনে কতটা ভূমিকা রাখতে পারে তা বোধগম্য না হওয়ার কথা নয়।

৮) দারিদ্র্য ও বেকারত্ব : দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে। যে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি আজ আমাদের সমাজে প্রবেশ করেছে তার মূলে রয়েছে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব। শিক্ষা বিশেষত কারিগরি প্রযুক্তিগত শিক্ষার অভাব, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের অনগ্রসরতা দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে বেকারত্ব ও দারিদ্রের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সন্ত্রাস- চাঁদাবাজী- নৈরাজ্য সহ নানাবিধ আইন শৃংখলা পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছে বেকার তরুণ সমাজ। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এবং গণতন্ত্রের চর্চায় তা মারাত্মক বাধার সৃষ্টি করছে।

গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানিক রূপদান ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ

গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ কোনও সমাজে আপনা আপনি আসে না। এমনকি দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কিংবা সর্বজনীন ভোটাধিকারও তা নিশ্চিত করতে পারে না। এটি একটি জটিল ও দীর্ঘ পথ পরিক্রমার ফসল যা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে লালন করতে হয়। বাংলাদেশে সুশাসনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

১) জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা : জবাবদিহিতা অর্থ হল সরকার এবং সরকারি কর্মকর্তাগণ নাগরিকদের কাছে তাদের কর্মের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত এবং ভূলভ্রান্তির জন্য দায়ী। স্বচ্ছতা যা জবাবদিহিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অন্যদিকে গুরুত্ব দেয় যে সরকারের যে কর্মকাণ্ড জনসাধারণের মঙ্গল বা অমঙ্গলের জন্য ভূমিকা রাখতে পারে তা জনগণের জানার অধিকার আছে। কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যায় যে সরকারি কর্মকর্তারা জনসাধারণের কাছে দায়বদ্ধ নয় এবং সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ জনসাধারণের জানার জন্য উন্মুক্ত নয়। এজন্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা আবশ্যক। এমনকি সরকারের অনেক সেবা খাতকে বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া যেতে পারে যাতে জনসাধারণ উন্নত সেবা পেতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৯৯ সালে গঠিত UNDP এর গবেষণা রিপোর্ট "Towards a Better Governance in Bangladesh" এর সুপারিশ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য:

- সরকারের পুলিশ বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।
- জেলা প্রশাসনকে গতিশীল করতে ডেপুটি কমিশনারদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- মন্ত্রী পরিষদের কার্যদক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।
- আর্থিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিচয় দিতে হবে।
- মানব সম্পদ উন্নয়নে বিজ্ঞানসম্মত প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি করতে হবে।

২) বিচারবিভাগের স্বাধীনতা : সুশাসনের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। অমর্ত্য সেনের কথায় সুস্থ সমাজের জন্য সুশাসন আর সুশাসনের জন্য প্রয়োজন স্বাধীন বিচার। অধ্যাপক রেহমান সোবহান এর মতে " বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বুঝায় বিচারকার্যে বিচারকরা সেরকমটিই ভাববেন যেরকম তাদের শপথ করানো হয়েছে এবং কোনরকম প্রভাব বা চাপ থেকে নয় কেবলমাত্র তাদের বোধ ও বিবেক থেকেই তারা বিচার করবেন।" বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া যেমন প্রভাবমুক্ত হওয়া উচিত তেমনই বিচারকদের নিরাপত্তা, পারিতোষিক, চাকুরীর স্থায়ীত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশে বিচার বিভাগ এখনও শাসন বিভাগ থেকে পৃথক হতে পারেনি। যদিও এরশাদ সরকার পতনের পর আশাকরা হয়েছিল এবং তৎপরবর্তী সকল সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও ছিল বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ বাস্তবে তা অর্জিত হয়নি। বিচারকরা আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে নানাবিধ বিষয়ে নির্ভর করে থাকেন ফলে এক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রভাবকে অস্বীকার করা বিচারকের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে একই সঙ্গে নির্বাহী ও বিচার উভয়বিধ কাজ করতে হয়। সার্বিকভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কার্যকারীতার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যায়:

- অনতিবিলম্বে শাসন বিভাগ থেকে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ;
- বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৫,১১৬ এবং ১১৬ 'ক' ধারা মোতাবেক বিচার বিভাগের এই পৃথকীকরণ হতে পারে।
- বিচারকরা অন্য কোন চাপের মুখে না থেকে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন সে ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিচারকদের পদোন্নতি, স্থানান্তর এবং পারফর্মেন্স মূল্যায়নে উচ্চতর বিচারকদেরই কেবল নিয়োগ দান।

৩) দুর্নীতি রোধ : " সরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি সমাজের সকল স্তরকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে। ইহা আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে এবং অন্যায় ও আইন বহির্ভূত অনিয়মকে নিয়মে পরিণত করে" (কফি আনান, জাতিসংঘ মহাসচিব, জাতসিংঘের মিলেনিয়াম অধিবেশন উদ্বোধনকালে ২০০০)। সুশাসন নিশ্চিতকরণের প্রধান উপায় হল দুর্নীতি রোধ। এজন্য সরকারকে জবাবদিহিমূলক হতে হবে- হতে হবে স্বচ্ছ এবং গণমুখী। দুর্নীতিরোধকল্পে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

- দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে সত্যিকারের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর ও কার্যকর ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।
- স্বাধীন ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের ধারণাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।
- স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন করে সকলের আইনগত ও সামাজিক অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতিবিধান করতে হবে।
- জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতি রোধে সকলের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- সরকারি ব্যায়ের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৪) আইনের শাসন নিশ্চিতকরণ: সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হল আইনের শাসন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অধিকতর তৎপর ও জবাবদিহি করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে :

- পুলিশ বাহিনীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে সুশাসন, জনগণের অধিকার, মানবাধিকার, নারী ও শিশু অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে ধারনা দিতে হবে।
- পুলিশ ও সিভিল সোসাইটির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। পুলিশ সম্পর্কে সাধারণের অভিযোগের ভিত্তি খতিয়ে দেখতে হবে।
- দেশব্যাপী কমিউনিটি পুলিশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- জাতীয় রাজনীতিতে সহিষ্ণুতা ও পরমত সহনশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিশেষ স্বীকৃতি এবং আইন অমান্যকারীদের তিরস্কার ও শাস্তি প্রদানের বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।

৫) সরকারি কার্যক্রমে জনসাধারণের অংশগ্রহণ : সরকারি কর্মসূচিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ সরকারি কর্মসূচির সফলতার পুর্বশর্ত। কিন্তু বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, সরকারের নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ বিশেষত নারীদের অংশগ্রহণ একেবারেই নগণ্য। সারকারি কার্যক্রমে নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

- স্থানীয় ও জাতীয় সরকারে মহিলাদের আনুপাতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ;
- নারীদের জন্য সংরক্ষিত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নির্বাচনে সরাসরি নির্বাচন;
- সাধারণ আসনসমূহে ন্যূনতম সংখ্যক নারী মনোনয়ন দিতে রাজনৈতিক দলগুলির বাধ্যবাধকতা নিশ্চিতকরণ; এবং
- নারী প্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৬) সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ : শক্তিশালী সুশীল সমাজের উপস্থিতি কার্যকর গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য অপরিহার্য উপাদান। সুশীল সমাজ বিবিধ উপায়ে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে থাকে :

- সুশীল সমাজ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রের চিন্তা-চেতনার দিক নির্দেশনা দেয়।
- বহুমাত্রিক সুশীল সমাজ রাষ্ট্রকে কতিপয় স্বার্থান্বেষী এলিট গোষ্ঠীর প্রভাব মুক্ত করে সর্বজনীন হওয়ার তাগিদ দেয়।
- সুসংগঠিত সুশীল সমাজ কার্যকর রাজনৈতিক অংশগ্রহণে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে।
- সুশীল সমাজ লোভ-লালসার উর্ধ্বে ওঠা গণমুখী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায়।

- একনায়ক- স্বৈরতন্ত্রের উত্থানরোধে সুশীল সমাজ প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ-বুহ্য গড়ে থাকে।
- মানবাধিকার রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
- উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারি নির্ভরতা কাটিয়ে জনসাধারণের সামষ্টিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে থাকে।

৭) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ : প্রশাসনিক মতার বিকেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্র সুসংহত করতে এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে। তবে সেজন্য নিম্নোক্ত বিষয়াদির উপর জোর দিতে হবে :

- স্থানীয় সরকারের আওতা ও ধারণা সু-সংজ্ঞায়িত হতে হবে যাতে তা জাতীয় সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সঙ্গে মানানসইভাবে টিকে থাকে।
- সরকারি কর্মকর্তা ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতার বণ্টন নিশ্চিত এবং তাদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ সমাবেশ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করতে হবে।

৮) কার্যকর রাজনৈতিক ও সংসদীয় ব্যবস্থা : বাংলাদেশে বর্তমানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। গণতন্ত্র সুসংহত করতে এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে এই সংসদকে কার্যকর ও অর্থবহ করে তুলতে হবে। শক্তিশালী সংসদ শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপহার দিতে পারে। এ-লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- শক্তিশালী পার্লামেন্ট নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে। সংসদ নেতা, উপনেতা, বিরোধীদলীয় নেতাকে কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। স্পীকারকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে ডেপুটি স্পীকারের পদ বিরোধী দলকে ছেড়ে দিতে হবে।
- সংসদীয় কমিটিগুলোকে কার্যকর করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরীক্ষা ও মূল্যায়নের পর্যাপ্ত ক্ষমতা সংসদীয় কমিটিগুলোর থাকতে হবে। সংসদীয় কমিটিগুলিতে সরকার ও বিরোধীদলের সমান প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- সংসদ সদস্যদের বাক-স্বাধীনতা ও ভোট প্রদানের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হবে। স্পর্শকাতর ইস্যুতে কণ্ঠভোটের পরিবর্তে গোপন ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। সংসদের বাক-স্বাধীনতাই যে জনসাধারণের বাক-স্বাধীনতার প্রতীক- তা নিশ্চিত করতে হবে।
- আর্থিক বিষয়ে খোলামেলা আলোচনার সুযোগ থাকতে হবে। আর্থিক খাতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হলে এ খাতে উন্মুক্ত আলোচনার সুযোগ থাকতে হবে।

উপসংহার

একথা আজ অনস্বীকার্য যে গনতন্ত্র, সুশাসন ও উন্নয়ন পরস্পর বিরোধী নয় কোনমতেই। বরং গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং সুশাসন উন্নয়নের জন্য সহায়ক ও অপরিহার্য উপাদান। এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণ গণতন্ত্র, সুশাসন ও উন্নয়নকে এভাবেই একসূত্রে গ্রথিত করেছে। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশ যার সীমিত সম্পদের উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ নীতি নির্ধারকদের জন্য ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে চলেছে, সেখানে সুশাসন ও সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুশাসন যেমন একদিকে সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে তেমনই তা সম্পদ সমাবেশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভেতরেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। জনসাধারণ তাদের জন্য প্রণীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সক্ষম হয় যা সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শৃংখলা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখে। দেশের সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, আর্থিক খাতে সৃষ্ট বিশৃংখলা, ব্যবসা ও বিনিয়োগে প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা আজ সর্বজনস্বীকৃত। এ প্রেক্ষাপটে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে, আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণে এবং দেশে ব্যবসা- বাণিজ্যের প্রসার তথা দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সুশাসন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে তাই গণতন্ত্র ও সুশাসন আজ টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলদেশের অন্যতম বিবেচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

REFERENCE

Barro, Robert, 1991, "Economic Growth in a Cross-Section of Countries." Quarterly Journal of Ecomomics 106 (2): 407-43.

Barro, Robert, 1996, "Democracy and Growth," Journal of Economic Grouth 1 (1): 1-12.

Barro, Robert, and Jong What Lee, 2000. "International Data on Educational Attainment: Updates and Implications." NBER Working Paper 7911, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachussets.

Bormer, Silvio, Aymo Bruneti and Beatrice Weder, 1995, Political Credibility and Economic Development, New York: Macmillan.

Clague, Christopher, Philip Keefer, Stephen Knack and Mancur Olson. 1996. "Property and Contract Rights in Autocracies and Democracies." Journal of Economic Growth 1 (2): 243-76

Cornia, Andrea, and Julius Court. 2001. "Trends in Income Distribution in the Post-World War II Period: Evidence and Interpretation." Discussion Paper 2001/89. United Nations University and World Institute for Development Dconomics Research,

Dabrowski, Marek, and Radzislawa Gortat. 2002. "Political and Economic Institutions, Growth and Poverty-Experience of Transition Countries."

Dikhanov, Yuri, and Michael Ward, 2001, "Evolution of the Global Distribution of Income 1970-99." Paper prepared for the 53rd sesion of the International Statistical Institute, Seoul, Republic of Korea, 22-29 August.

Filmer, Deon, 1999, "The Structure of Social Disparities in Education: Gender and Wealth" Working paper 5, World Bank Development Research Group and Poverty Reduction and Economic Management Network

Franco, Rolando, 2000, "Democracy, Social Inclusion and Poverty Eradication: Squaring the Circle." Paper presented at the International Institute for Democracy and Electoral Assistance's Democracy Forum 2000,8-9 June, Stockholm.

Goetz, Ann Marie, and Robert Jenkins, 2002, "Voice, Accountability and Human Development: The Emergence of a New Agenda."

Haggard, Stephan, 1997, "Democratic Institutions and Economic Policy." In Christopher Clague, ed. Institutions and Economic Development. Baltimore, Md.: The Johns Hopkins University Press.

Hanmer, Lucia, and Felix Naschold, 2000, "Attaining the International

Development Targets: Will Growth Be Enough ?" Development Policy Review 18 (1): 11-36.

Hegre, Havard, Tanja Ellingsen, Scott Gates and Nils Petter Gleditsch, 2001, "Toward a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change, and Civil War, 1816-1992," Americn Political Science Review 95 (1): 33-48 Helsinki, Finland.

Hunger Project, 2002, "The Condition of Women in South Asia." [http://www.thp.org/sac/unit4index.html], April 2002.

Kamal, Ahmed 2002 "Accountable Governance and Powerty Alleviation." Paper commissioned for the regional workshops of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance's Democracy Forum 2000, 8-9 June.

Kamal, Simi, 2000, "Democratization and Poverty Alleviation in South Asia." Paper Commissioned for the regional workshops of the International Institute for Democracy and Elecetoral Assistance's Democracy Forum 2000, 8-9 June, Stockholm.

Kohli, Atul, et 2001, The Success of India's Democracy, Cambridge: Cambridge University Press.

Lagos, Marta, 2001, "Between Stability and Crisis in Latin America: How Peple View Democracy," Journal of Democracy 12 (1).

Landman. Todd, 1999, "Economic Development and Democracy: The View from Latin America," Polittical Studies 47: 607-26.

Londregan, John B, and Keith T, Poole, 1996, "Does High Income promote Democracy?" World Politics 49 (October): 1-30, New York: Oxford University Press.

Przeworski, Adam, 1998, "The State and the Citizen" Paper prepared for the international seminar on Society and the Reform of the State, 26-28 March, Sao Paulo, Brazil.

Przeworski, Adam, Michael E Alvarez, Jose Antonio Cheibub and Fernando Limongi, 2000. Democracy and Development: Plitical Institutions and Well-being in the World. 1950-1990, New York: Cambridge University Press.

Quibria, M. G, 2002, "Growth and Poverty: Lessons from the East Asian Miracle Revisited." Research Paper 33, Asian Development Bank, Manila.

Sen, Amartya, 1977, Poverty and Famine, Oxford University Press, New York.

Sen, Amartya, 1998, "Development as Capability Expansion." Journal of Development Planning 19:41-58, Oxford University Press, New Delhi.

Sen, Amartya, and Jena Dreze, 2002 "India: Development and Particpation", Oxford University Press, New Delhi.

Sobhan, Rehman, 1997, Governance and Development Crisis in Bangladesh, BIDS, Dhaka.

Tavares, Jose and Romain Waczairg, 2001, "How Democracy Affects Growth." European Economic Review 45 (August): 1341-78.

UNDP, 1993, Human Development Report 1993, New York: Oxford University Press.

UNDP, 1997, "Corruption and Good Governance" Discussion Paper 3, Management Development and Governance Division, Bureau for Policy and Programme Support, New York.

UNDP, 1999, Human Development Report 1999, New York: Oxford University Press.

UNDP, 2000, Human Development Report 2000, New York: Oxford University Press.

United Nations Development Programme, 1990, Human Development Report 1990,

United Nations, 2000, Millennium Declaration, New York [http://www.un.org/ millennium/ declaration/ares552ehtm].

United Nations, 2001, Road Map Towards and Implementation of the United Nations Millennium Declaration: Report of the Secretary-General, New York, [http:///www.unorg/documents/ga/docs/56/a6326.pdf] April 2002.

Varshney, Ashutosh, 2002, "Poverty Eradication and Democracy in the Developing World."

Wold Bank, 2001, "World Bank Governance Indicator Dataset" May 2002.

World Bank, 2001, World Development Report 2000/20001, New York: Oxford University Press.

World Bank, 2002, World Development Indicators 2002, CD-ROM, Washington, D.C.

Zakaria, Fareed, 1997, "The Rise of Illiberal Democracy" Foreign Affairs (November/December).